রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ১২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ বৈশাখ ১৪২৮/ ১০ মে ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.১০৮– একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মিতা হক গত ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

২। মিতা হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ বৈশাখ ১৪২৮/০৩ মে ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২০ বৈশাখ ১৪২৮
ঢাকা: ----------
০৩ মে ২০২১

বরেণ্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মিতা হক গত ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী মিতা হক ১৯৬৩ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। জনপ্রিয় এ শিল্পী সুদীর্ঘকাল বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে সংগীত পরিবেশন করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত সর্বোচ্চ গ্রেডের একজন শিল্পী ছিলেন। সংগীত জীবনের শুরুতে তিনি রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মূলধারার এই সংগীতকে সাধারণ্যে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন।

বরেণ্য এই শিল্পীর প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম 'আমার মন মানে না' ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসাবে মিতা হক দেশে ও বিদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন এবং রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে তাঁর সর্বমোট ২৪টি এ্যালবাম রয়েছে।

সংগীতজগতের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি সুরতীর্থ নামে একটি সংগীত প্রশিক্ষণ দল গঠন করেন যেখানে তিনি একইসাথে পরিচালক ও প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি ছায়ানটের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের প্রধান হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। শুদ্ধ ও স্বরলিপি মেনে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা ও সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ বরেণ্য এই শিল্পী বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গুণী এই শিল্পী ২০২০ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।

মিতা হক-এর মৃত্যুতে দেশ একজন বরেণ্য কণ্ঠশিল্পীকে হারাল এবং সংগীতজগতে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা মিতা হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd